আপনার শারিয়া?

নীচে দেখুন, আর নিজের কাছে নিজে জবাব দিন, এই কি আপনার ইসলামি আইন যার জন্য আপনি সমর্থন দিচ্ছেন জামাতকে? একদিন আল্লাহ প্রচন্ড পাকড়াওকারী কাহ্‌হার হয়ে ধরবেন পাই পাই হিসেবের জন্য। এ প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে আমাদের - তোমাকে বুদ্ধি দেয়া হয়েছিল, বিবেক দেয়া হয়েছিল - তোমাকে দেখানো হয়েছিল ইসলামের নামে শয়তানের বিজয় কেতন। তুমি কি খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছ?

অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু রাজনৈতিক ইসলামের সবচেয়ে শক্তিশালী সুত্রগুলো থেকে সারাংশ দিচ্ছি। ওগুলো ভেতরের নিবন্ধে রাখা আছে। সুত্রগুলোর ব্যাপারে জামাত টুঁ শব্দ করলে জানাবেন, শব্দটাকে বিদ্যুৎবেগে মধ্যপ্রাচ্যের গরম বালুতে পুঁতে দেব। নিবন্ধে এ রকম আরও আছে, পরে আরও দেয়া হবে।

****

(ক) অবৈধ সংসর্গের প্রমাণ হইবে চারিজন বয়স্ক পুরুষের সাক্ষ্য ...... এবং এ ব্যাপারে নারীর সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে।

(খ) বুঝিবার অক্ষমতা, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও নিয়ন্ত্রনের অক্ষমতার জন্য নারী-সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে।

(গ) ধর্মের পার্থক্যকেও সম্মান করিতে হইবে, যেমন কোন অমুসলিমকে হত্যা করার অপরাধে কোন মুসলিমকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া যাইবে না।

(ঘ) অভিযুক্ত মুসলিম হইলে কোর্টের জজকেও মুসলিম হইতে হইবে। অভিযুক্ত যদি অমুসলিম হয় তবে জজ অমুসলিম হইতে পারে।

****

(ক) ধর্ষনের প্রমাণ হইতে হইবে অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি, অথবা চারিজন বয়স্ক মুসলিমের চাক্ষুষ সাক্ষ্য।

(খ) অবৈধ সংসর্গ বা মৃত্যুদন্ডের যোগ্য অপরাধে নারীর সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে।

(গ) এই আইনের আওতায় যে কোর্টে কোন মামলা বা কোন আপীলের শুনানী হইবে তাহার জজ হইবে মুসলিম। কিন্তু যদি অভিযুক্ত অমুসলিম হয়, তবে জজ অমুসলিম হইতে পারে।

****

"যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে-"তুমি তালাকপ্রাপ্তা", বা "তালাক (পদ্ধতি) দ্বারা তোমাকে তালাক দেওয়া হইল" এবং যদি তাহার তিন-তালাকের উদ্দেশ্য থাকে তবে সেই মোতাবেক তিন-তালাক জারী হইবে"।

"স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা" বা "তালাক জারী হইল" এই ধরণের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিলে স্বামী মনে মনে দুই বা তিন তালাকের ইচ্ছা না করিলে বা তিনবার পুনরাবৃত্তি না করিলে একবার ধরিতে হইবে"।

"যদি স্বামী বলে "তোমাকে তালাক দিলাম," তবে বলিবার সময় তাহার মনে দুই বা তিন, যে সংখ্যা থাকে তাহাই বলবৎ হইবে"-

"তালাক বলার সময় স্বামীর মনে যে সংখ্যা থাকে তাকেই চুড়ান্ত বলবৎ ধরা হয়। তালাক উচ্চারণের সময় দেখানো আঙ্গুল দিয়া তালাকের সংখ্যা ধরা যায়"।

“মদের ও নেশার ঘোরে, অত্যাচারের চাপে, রাসায়নিকের প্রভাবে, হাসিঠাট্টার ছলে বা চাপের মুখে তালাক উচ্চারণ করলেও তাৎক্ষণিক ভাবে তালাক পুরো হইয়া যায়”।

****

“‘তিন তালাকের পরে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। তার পরে সে অন্য স্বামী বিয়ে করার পরে পাঁচটি শর্তে আগের স্বামী আবার তাকে বিয়ে করতে পারে। শর্তগুলোর মধ্যে আছে, স্বাভাবিক ভাবে বিয়ে হতে হবে, দ্বিতীয় স্বামী মারা যেতে হবে অথবা তালাক দিতে হবে, ইদ্দতের সময় পার হতে হবে আর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে স্বাভাবিক শারিরীক সম্পর্ক হতে হবে”।

“একবার স্ত্রী সম্পুর্ন তালাক হইয়া গেলে স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে না যতক্ষন পর্য্যন্ত না সেই স্ত্রী অন্য লোকের সহিত বিবাহ করে, শারিরীক সম্পর্ক করে এবং তালাক নেয়”।

“কোন স্বাধীন লোক তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিবার পর সেই স্ত্রী অন্য লোককে বিবাহ এবং সহবাস না করা পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীর পক্ষে তাহার স্বামীর সহিত পুনর্বিবাহ হালাল হইবে না”

****

“কেবল স্বামীই তালাক দিতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতেই (যৌবনের অক্ষমতা, মানসিক রোগ, অর্থিক দুরাবস্থা ইত্যাদি) কোন স্ত্রী বিবাহ ছিন্ন করিবার দরখাস্ত করিতে পারে যাহাতে সে মোহর পরিত্যাগ করে অথবা মুক্তির আর্থিক মূল্যশোধ করে”।

প্রায়শঃই মোহর কুক্ষিগত করিবার জন্য স্বামী তাহার স্ত্রীকে (স্ত্রীর তরফ থেকে) তালাকের দরখাস্ত করিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। উদাহরণঃ- জুলাই ১৮০২ - ইস্তাম্বুলের হালিমা খাতুন আসিয়া দাবী করিল যে মোহর পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার স্বামী আহমেদ তাহাকে খুলার জন্য চাপ দিতেছে। ....ইহাও স্পষ্ট যে তালাকের পর মোহর আদায় করা স্ত্রীদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিল”।

“সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে প্রচুর খুলা হইত। খুলা পদ্ধতিতে স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষ হইতে যে কোন প্রাপ্য, এমনকি স্ত্রীর নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণও (নাফাকা) পরিত্যাগ করিতে হইত। এই জন্য খুলার দলিলে এক অতিরিক্ত কাগজ সংযোজিত করা হয়। উহাতে সন্তানদের নাম, পিতার নাম ও সন্তানদের খরচের ব্যাপারে স্ত্রীর স্বীকৃতির কথা লিখা থাকে (হাদানা বা সন্তানের মালিকানা - বালক ৭ বছর ও বালিকা ৯ বছর পর্য্যন্ত)। ভিদিন অঞ্চলের হাওয়া খাতুন ১৭৮৩ সালে স্বামীকে খুলা-তালাক দেয়। তাহাকে মোহরের ৪০০০ অ্যাক্সেসের (তৎকালীন তুর্কী টাকা) অপরিশোধিত ১০০০ অ্যাক্সেস এবং ভরণপোষনের অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়”।

****